অভিসরণ / ABHISARON
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue II, July 2026, PP. 81-86
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027(Online)
DOI - https://dx.doi.org/10.67757/abhisaron.2026.v1i2.011

BANGLA RUPKATHAR PORIBRITTE LINGASATTA O TAR BAHUMATRIK AVIBAYKTI / বাংলা রূপকথার পরিবৃত্তে লিঙ্গসত্তা ও তার বহুমাত্রিক অভিব্যক্তি

Dr. Rajat Biswas
Asst. Professor & Head, Dept. Of Bengali,
M.U.C. Women's College, Burdwan
Email: rbisw2012@gmail.com

Accepted: 02.07.2026
Published: 20.07.2026

Keywords:
রূপকথা, জেন্ডার, লিঙ্গসত্তা, মোটিফ, অলৌকিকতা, পৌরুষ, নারীত্ব

Abstract:
পুরুষ এবং নারী, আর এই দুই-এর গুণ বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশক শব্দ পৌরুষ এবং নারীত্ব— এই দুই যুগ্ম বিপরীতার্থক লিঙ্গসত্তার (Gender Binary) দুটি বিশেষ কাঠামোতে আটকে-রাখা সত্তা-বৈশিষ্ট্যের মাঝখানে আছে এক সুবিশাল জগৎ। সে স্বতন্ত্র জগতে লিঙ্গসত্তার ভিন্ন ভিন্ন নানামাত্রিক স্পন্দনে তার প্রায়োগিক পরিসর ও প্রকাশও ভিন্ন তথা অনন্য । বাংলা রূপকথার আনন্দলোকও নিশ্চয়ই সেই বিশেষ বিশেষ বিচরণের একেবারে বাইরে নয়, যদিও এই ধরনের বিচার-বিশ্লেষণ অনেকটাই উপেক্ষিত। তাই ছোটোদের বিনোদন ও আনন্দপাঠ অতিক্রম করে প্রাপ্তবয়স্ক মননে, সেই স্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে বাংলা রূপকথার সমৃদ্ধ সৃজনকে সঙ্গে নিয়ে সাহিত্য সংস্কৃতি এবং সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য নানা বিষয়ের আন্তঃসম্পর্কিত পাঠ অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে এই জগতের নানামাত্রিক ছবি তুলে ধরা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। প্রথাসিদ্ধ লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রটিকে (stereo typical gender identity) বাংলা রূপকথার পরিপ্রেক্ষিতে চিহ্নিতকরণের সঙ্গে সঙ্গে LGBTQ-সহ এবং তা ছাপিয়ে নানাবিধ লিঙ্গসত্তা বৈশিষ্ট্যের প্রবণতাগুলির কথা তুলে ধরা এই ক্ষুদ্র গবেষণাসন্দর্ভের লক্ষ্য। রূপকথার আখ্যানে যা ছিল ম্যাজিক, বর্তমানের যাপন বাস্তবতায় তা যখন প্রত্যক্ষ-করা সত্যি হয়ে ওঠে, তখন তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। তাই জেন্ডার স্টাডিজ-এর পটভূমিকায় বাংলা রূপকথার কথাশরীরে গেঁথে থাকা লিঙ্গসত্তার নানা জটিল প্রকাশ ও প্রবণতাগুলিকে বহুমাত্রিক প্রস্তাব ও প্রশ্নে প্রকাশ করে, সিদ্ধান্তের গন্তব্যে পৌঁছনোর সনিষ্ঠ প্রয়াসই এই গবেষণা-নিবন্ধের সারবস্তু।

Discussion:

প্রথমেই একটি খুব সাধারণ একটি প্রশ্ন বা প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে কথা শুরু করলে মন্দ হয় না! রূপকথা বা Fairy Tale নামের অলৌকিক যে সমস্ত কাহিনিতে পরী, রাক্ষস, দৈত্য, দেবতা, রাজপুত্র, রাজকন্যা, কথা-বলা-প্রাণী প্রভৃতি অসম্ভবের ইন্দ্রজাল তৈরি করে আমাদেরকে বিনোদিত করে, আর পাঠক বা শ্রোতাদের কল্পনা শক্তিকেও উসকে দেয়, সেগুলির গুরুত্ব কি শুধু ওইটুকুতেই সীমাবদ্ধ? শিশুদের বিনোদন প্রদান কিংবা তাদের কল্পনাশক্তি জাগানোর মাধ্যমেই কি এইসব আখ্যানের গুরুত্ব শেষ হয়ে যায়? সম্ভবত এ প্রশ্নের উত্তরে সকলেই এক বাক্যে 'না' বলবেন। আমাদের সমবেত মগ্নচৈতন্যে ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানা বিশ্বাসের অভিজ্ঞান নিশ্চয়ই লীন হয়ে থাকে পরম্পরাগতভাবে পাওয়া রূপকথার রাজ্যে। অসম্ভব আর অবাস্তবের আশ্চর্য জগতে কল্পনার রঙে রঙিন পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত বাংলা রূপকথায় প্রতীকে, রূপকে, নানা Motif- এ যে-সমস্ত চিত্র ফুটে ওঠে, তার মধ্যে কি আমাদের ঐতিহ্য-অভিজ্ঞতার নানা খণ্ডরূপ সমবেত-স্রষ্টার গোচরে বা অগোচরে, মনস্কতায় বা অন্যমনস্কতায় উঠে আসে না? রূপকথায়, বাস্তব জীবন এবং সমাজের যাপনকথা বা অভিজ্ঞতা সরল প্রত্যক্ষতায় উঠে না-এলেও সমবেত স্রষ্টার অবচেতন থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা অবধারিতভাবেই নানা কৌশলে যে সহজ অনিবার্যতায় প্রকাশ পেয়ে যাবে, এ কথা মেনে নিতে বোধহয় আমাদের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আর যে সমস্ত রূপকথা একক স্রষ্টার সৃজন, তার মধ্যে তো যেভাবেই হোক না কেন, স্রষ্টার অভিপ্রায় ব্যক্ত হবেই! আমরা লিঙ্গসত্তাভিত্তিক বিদ্যাচর্চা বা অধ্যয়নের (Gender Studies) কিছু অতি সাধারণ সূত্রের পরিবৃত্তে এই সমস্ত সহজ ভাবনাগুলি আর একবার বিশেষ বিবেচনার প্রস্তাববৃত্তে উপস্থাপন করতে পারি।

বাংলা রূপকথার গল্পে যে যে আশ্চর্য কল্পনার যাপন চিত্র পাওয়া যায় সেখানেও কিন্তু stereotype gender role বা প্রথাগত লিঙ্গ ভূমিকা, অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বল্প পরিসরের এই আলোচনায় কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য এখানে উপস্থাপন করা হল। রূপকথার রাজকন্যা বা নায়িকারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত সুন্দরী, কোমল স্বভাবের ভীরু এবং নীরব। রানি বা রাজকন্যার সৌন্দর্যই যেন তার মূল পরিচয় , অন্যান্য ভূমিকা অত্যন্ত নিষ্ক্রিয়। রূপকথার গল্প সাধারণত নারীকে গৃহকর্মে দক্ষ, ধৈর্যশিলা, সেবাপরায়ণ হিসেবেই দেখানো হয়, অপরপক্ষে পুরুষের বীরত্ব এবং উদ্ধারকারী ভূমিকা অধিক গুরুত্ব পায়। রাজপুত্র প্রায়শই বিভিন্ন দুঃসাহসিক অভিযানে যেমন যায়, তেমনই রাক্ষস বধের মাধ্যমে কিংবা রাজকন্যাকে উদ্ধার করে তাদের পৌরুষ প্রদর্শন করে। আবার কিছু কিছু গল্পে কোনও কোনও নারীকে অত্যন্ত ষড়যন্ত্রকারী, নিষ্ঠুর, ঈর্ষাপ্রবণ হিসেবে দেখানো হয়। অর্থাৎ নারীদের অবস্থান মূলত চূড়ান্ত দুই প্রান্তে— হয় একেবারে আদর্শায়িত, যাকে বলে দেবীসম চরিত্র নতুবা সম্পূর্ণ নেতিবাচক নিষ্ঠুর দুষ্ট চক্রান্তকারী চরিত্র হিসেবে দেখানো হয়। আদর্শ সুন্দরী পতিব্রতা, সেবাপরায়ন সতী নারী, অথবা দুষ্টু, ডাইনি সৎমা— মাঝামাঝি বাস্তবসম্মত নারী চরিত্রের রূপায়ন রূপকথায় দেখা যায় না বললেই চলে। আরেকটি বিষয় ভীষণভাবে উল্লেখযোগ্য, রূপকথার নায়িকারা বা রাজকন্যারা যেন বিবাহকেই জীবনের লক্ষ্য বা সুখের শেষ গন্তব্য হিসেবে ভাবে, শেষ পর্যন্ত রাজপুত্রের সঙ্গে শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হলে গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটে। পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ রূপকথার গল্পে প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রবলভাবে প্রকাশ পায়। রাজা, রাজপুত্র বা পিতার সিদ্ধান্ত, রাজকন্যা বা নারীর জীবনের শেষ সিদ্ধান্ত হিসেবে পরিগণিত হয়। পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ নারী জীবনের দিকনির্দেশ করে। স্বল্পপরিসরের এই আলোচনায় একটি অত্যন্ত পরিচিত গল্পকে দৃষ্টান্ত হিসেবে রেখে, বিষয়টি একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা যাক! দক্ষিণারঞ্জন কর্তৃক সংগৃহীত ঠাকুরমার ঝুলির অন্তর্গত 'সাত ভাই চম্পা' গল্পটি আশা করি

সকলেরই জানা। গল্পের শুরুর বাক্যটির মাধ্যমেই রাজাদের বহুবিবাহের ঐতিহ্য প্রতিফলিত— এক রাজার সাত

রানি। আবার ঠিক পরের বাক্যগুলিতে রাণীদের স্বভাবের যে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, তার মাধ্যমে নারী স্বভাবের বিভাজন দুটি বিশেষ ছকে বিভাজিত করে ভিন্নতার রূপরেখাটি একেবারে প্রথাসিদ্ধ লিঙ্গ ভূমিকার আদলেই যেন নির্মিত হয়েছে। ছোট রানি খুব শান্ত, তাই তাকে রাজা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। অপরপক্ষে বড় রানিদের মাটিতে পা পড়ে না। অর্থাৎ নারীর কাছ থেকে সমাজ কর্তৃক কাঙ্ক্ষিত স্বভাবের সুস্পষ্ট প্রতিফলন খুব সহজেই গল্পের শুরুতেই প্রকাশিত হচ্ছে। স্বামীসর্বস্ব নারীর জীবনে স্বামীকে নিজের শান্ত, স্নিগ্ধ সেবাপরায়ণ স্বভাবের মাধ্যমে খুশি করার প্রবণতা এবং সে ব্যাপারে ছোট রানির সফলতার প্রেক্ষিতেই সম্ভবত ছোট রানির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বাতাবরণ তৈরি হয় এই গল্পে। আরেকটু গভীরে ভাবলে কিন্তু দেখা যাবে, মূল সমস্যা রাজার বহুবিবাহ। রাজার সাত রানি থাকার কারণেই তো স্বামীসর্বস্ব জীবনে তাদের নিজেদের মধ্যে স্বামীর সবচেয়ে প্রিয়পাত্রী হওয়ার প্রতিযোগিতা! প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকা ছোটো রানীর ছেলে হবে— এই সংবাদে স্বাভাবিক কারণেই হিংসায় অন্যান্য রানিরা আরও হিংস্র হয়ে ওঠে। ঈর্ষাপরায়ণ অন্যান্য রানির দল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং আপাতভাবে তাঁরা সফলও হয়।এই ঈর্ষাপরায়ণ সৎ মায়েদের চক্রান্তে ছোটো রানির সন্তানেরা চম্পাফুলে রূপান্তরিত হল। এখানে transformation বা রূপান্তরের যে motif, তা কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষ থেকে ফুলে রূপান্তর রূপকথার জাদুতেই সম্ভব। প্রথমে মানুষ থেকে ফুলে রূপান্তর ষড়যন্ত্রের কারণে, কিন্তু ফুল থেকে মানুষে প্রত্যাবর্তনের যে রূপান্তর, সেক্ষেত্রে বোনের ভূমিকা কিন্তু উদ্ধাকর্ত্রী হিসেবে নয়— সহিষ্ণু, ত্যাগী পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ নারী হিসাবে! আবার ছোট রানির সব ফিরে পাওয়ার যে প্রেক্ষিত, সেক্ষেত্রে তার সহিষ্ণুতা, ত্যাগ, ধৈর্য প্রভৃতিরকেই বিশেষভাবে গৌরবান্বিত করে দেখানো হচ্ছে। অর্থাৎ প্রথাবদ্ধ লিঙ্গ ভূমিকা গল্পের পরতে পরতে লগ্ন হয়ে আছে । আবার এই গল্পটিতে পুরুষ চরিত্ররা সখ্যে, সহযোগিতায় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে দৃঢ়। সাত ভাই একই সঙ্গে ভাগ্যের বিড়ম্বনায় ফুলে রূপান্তরিত হয় এবং একইসঙ্গে দুর্দশা ভোগ করে, তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, বরং ঐক্য আছে। এখানে পুরুষ চরিত্ররা ঐক্যবদ্ধ হয়ে উপস্থাপিত, যাকে male bonding বলা যেতেই পারে। পুরুষ চরিত্রদের এই যে ঐক্য, যা ভ্রাতৃত্বের ইতিবাচক ও সহমর্মিতাপূর্ণ উপস্থাপন, তাকে পুরুষতান্ত্রিক ঐক্যের শক্তি হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে বলা যেতে পারে। অপরপক্ষে নারীর ঐক্যকে অস্বীকার করা হয়েছে, দেখানো হয়েছে সৎ মায়েরা দুষ্ট, হিংসুক এবং ষড়যন্ত্রকারী। নারীতে-নারীতে সম্পর্ক একেবারেই বন্ধুত্বপূর্ণ না-থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। নারীতে-নারীতে এই যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিভাজন দেখানো হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে বাংলা রূপকথায় প্রচলিত gender stereotype - এর দৃষ্টান্ত।

এ তো গেল লিঙ্গ ভূমিকার প্রথাগত প্রকাশ প্রসঙ্গ! এখন আমরা যদি Queer Theory-কে সঙ্গে নিয়ে বাংলা রূপকথা পড়ার চেষ্টা করি, তাহলে বেশ কিছু সুক্ষ্ম দিক কিন্তু খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তবে এই সূক্ষ্মতার এতটাই গভীর যে, কারও কারও এভাবে রূপকথা-পাঠ এবং তার বিশ্লেষণ জোর করে কেঠো তত্ত্ব কাঠামোয় আটকানোর চেষ্টা মনে হতে পারে। বাংলা রূপকথায় transformation বা রূপান্তরের উদাহরণ যথেষ্টই খুঁজে পাওয়া যায়। পুরুষ থেকে নারী বা নারী থেকে পুরুষে রূপান্তর খুব বেশি পাওয়া না গেলেও মানুষ থেকে পশু,পশু থেকে মানুষ প্রভৃতি দৃষ্টান্ত কিন্তু অপ্রতুল নয়। পূর্বে সাত ভাই চম্পা গল্পের যে উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে সেখানেও মানব শিশুর ফুলে রূপান্তরের উদাহরণ আছে। তবে ছোটবেলায় ঠাকুমার কাছ থেকে শোনা রূপকথায় নারী থেকে পুরুষ বা পুরুষ থেকে নারীতে রূপান্তরের বেশ কিছু টুকরো টুকরো উদাহরণ এবং অনুসঙ্গ বর্তমান প্রাবন্ধিকের স্মৃতিতে এখনও বিদ্যমান। পরবর্তী সময়ে বৃহত্তর পরিসরে কোনও গবেষণাসন্দর্ভে কেবল এই বিষয়টি নিয়েই

বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছে আছে। তবে এই ধরনের যে কোনও রূপান্তরের মোটিফ Queer theory-তে বর্ণিত

Fluid identity - র ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে ভাবা যেতে পারে। মানুষের লিঙ্গসত্তা বা লিঙ্গ অভিব্যক্তি যে স্থির, অপরিবর্তণীয় কোনও বিষয় নয় এবং তা খন্ডিত, পরিবর্তনপ্রবণ নানা আমিত্বের গতিময় সমষ্টি, যা পূর্ব নিদৃষ্ট স্থির লিঙ্গসত্তার বাস্তব প্রয়োগের নিরিখে নির্মিত বিষয়ও নয়— এই বক্তব্যেরই প্রতিফলন হিসাবে উপরোক্ত পরিবর্তন ও রূপান্তরের বিষয়টি ভাবা বোধহয় অযৌক্তিক হবে না।

রূপকথার গল্পে শারীরিক লিঙ্গ ভূমিকার বদল, বিবর্তন ও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। রাজকন্যা পুরুষ বেশে কোনও অভিযান বা অভিযাত্রায় শামিল হচ্ছে, কখনও কখনও আবার সাময়িকভাবে নারী চরিত্র পুরুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তথাকথিত পুরুষালি কাজ করছে ।এমন নানা উদাহরণ রূপকথার গল্পে যথেষ্টই পাওয়া যায়। এই-যে নারীর পুরুষ বেশ ধারণ বিষয়টিকে cross dressing বা performative gender-এর ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে ভাবা যেতে পারে। আবার রূপকথার গল্পে রাক্ষস, ডাইনি নানা ধরনের অদ্ভুত অলৌকিক প্রাণী প্রভৃতির উপস্থিতি অনেক ক্ষেত্রেই অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এই ধরনের চরিত্রগুলিকে সমাজের স্বীকৃতি বা মান্যতা না-পাওয়া প্রান্তিক অপরায়িত সত্তাচিহ্ন হিসেবে পরিগণিত করা যেতে পারে। অর্থাৎ Queer Theory-তে বর্ণিত otherness হিসেবে বিবেচিত সমাজ অস্বীকৃত মানুষের প্রতিকায়িত রূপ হিসেবে আখ্যায়িত করা সম্ভবত অবান্তর হবে না।

স্বল্প পরিসরের এই আলোচনায় একটি মাত্র গল্পকেই (সাত ভাই চম্পা) কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে আমাদের প্রামাণ্য সিদ্ধান্তের দিকে এগোনোর চেষ্টা করব। সাত ভাই চম্পা গল্পে আমরা দেখতে পাচ্ছি ষড়যন্ত্রের কারণে ভাইদের ফুলে পরিণত হওয়ার ঘটনা। এ বিষয়টিকে সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি বা এক ধরনের অভিশাপ হিসেবেও ভাবা যেতে পারে। এই মোটিফ যেন Queer মানুষদের বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যায়। সমাজই তো তাদের অভিশপ্ত, অস্বাভাবিক, মানবীয়-নয় প্রভৃতি ভাবতে চায়। আবার ফুলের যে জগতের কথা বলা হয়েছে, তাকে একটা বিকল্প বাস্তব বা alternative reality ভাবা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে আবশ্যিকভাবেই Jack Halbers tam-এর Queer Temporality-র ধারণা মিলিয়ে একটা পাঠ-প্রকল্প তৈরি করা যেতে পারে। Queer Existence হল এক ধরনের অন্যরকম সময় ও জগতের মধ্যে অবস্থান করা। এই জগত মূল সমাজের নিয়ম মানে না, বরং ভিন্নতায় নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। মানুষের ফুলে রূপান্তরকে এইরকমই এক বিকল্প বাস্তবতা তথা অন্যরকম সময় ও জগতের মধ্যে টিকে থাকার প্রবণতাকে সিলমোহর দেয়।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ‘সাত ভাই চম্পা’ রূপকথাটি আপাতদৃষ্টিতে সতীনদের ঈর্ষা, পারিবারিক ষড়যন্ত্র এবং অলৌকিক পুনর্জন্মের একটি সরল লোকগাথা মনে হলেও, আধুনিক সাহিত্যতত্ত্বের সমকালীন শাখা ‘কুইয়ার স্টাডিজ’ (Queer Studies)-এর গভীরতর তাত্ত্বিক আলোকে বিশ্লেষণ করলে, এতে প্রচলিত আদর্শায়িত বিপরীতকাম-নির্ভর (Heteronormative) সমাজকাঠামো, চিরাচরিত লিঙ্গভূমিকা (Gender Roles) এবং জৈবিক শরীরের অপরিবর্তনশীলতাকে চ্যালেঞ্জ করার এক অত্যন্ত বিশিষ্ট ও দূরগামী আশ্চর্য কুইয়ার বয়ান খুঁজে পাওয়া যায়। কুইয়ার তত্ত্বের একটি অন্যতম মূল ভিত্তি হল পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-নির্ধারিত প্রজননব্যবস্থা ও লিঙ্গ নির্ধারণের প্রথাগত সামাজিক নিয়মকে অস্বীকার করা, যা এই গল্পে সাত রাজপুত্র ও এক রাজকন্যার জন্মের পরপরই হিংস্র বড় রানিদের দ্বারা মাটিতে পুঁতে ফেলার পর সাতটি চম্পা ও একটি পারুল ফুল গাছে রূপান্তরিত হওয়ার মধ্য দিয়ে অত্যন্ত রূপক উপায়ে প্রতিভাত হয়।

মানবদেহ থেকে উদ্ভিদের এই যে মেটামরফোসিস বা রূপান্তর, তা মানবীয় লিঙ্গের (Male/Female sex) চিরাচরিত বাউন্ডারি বা সীমানাকে সম্পূর্ণ ভেঙে চুরমার করে দেয় এবং নিষ্পাপ শিশুদের শরীরকে সমাজ-চিহ্নিত লিঙ্গপরিচয় থেকে মুক্ত করে এক প্রকার লৈঙ্গিক অবয়বহীন বা 'জেন্ডার-ফ্লুইড' (Gender-fluid) অস্তিত্বে নিয়ে যায়, যা-কিনা প্রচলিত হেটেরোসেক্সুয়াল বংশবৃদ্ধির ধারণার সমান্তরালে প্রকৃতির নিজস্ব কোলে এক স্বাধীন 'অজৈবিক পুনর্জন্ম' (Non-Biological Regeneration)। এই সম্পূর্ণ কুইয়ার প্রক্রিয়ায় একমাত্র বোন 'পারুল' চরিত্রটি প্রচলিত লোকসাহিত্যের নিষ্ক্রিয় ও অবদমিত নারী চরিত্রের (Passive Female Stereotype) সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে এক পরম সক্রিয়, স্ব-সচেতন ও নিয়ন্ত্রণকারী সত্তা বা 'সুপারভাইজরি কুইয়ার ভয়েস' হিসেবে আবির্ভূত হয়! কারণ যখনই ফুল তুলতে যাওয়া হয়, তখনই পারুল ফুলটি প্রথম কথা বলে ওঠে এবং অন্য ভাইদের উদ্দেশ্যে ডাক দেয়— "সাত ভাই চম্পা জাগোরে!"। পারুল এখানে কেবলই একজন বোন নয়, বরং তার ভূমিকা ভাইদের এই বিকল্প কুইয়ার রূপান্তরটিকে সমাজের আগ্রাসন থেকে আগলে রাখার এবং কখন তারা নিজেদের প্রকাশ করবে বা কখন লুকিয়ে থাকবে, তা নির্ধারণ করে চূড়ান্তভাবে দ্বৈত-লিঙ্গ পরিচয়ের বাইরে থাকা অস্তিত্বের এক প্রকার সুরক্ষামূলক স্থান বা 'প্রোটেক্টিভ নন-বাইনারি স্পেস' তৈরি করে, যা ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা রাজাকে পর্যন্ত থমকে যেতে বাধ্য করে। চরিত্রের এই বিশেষ রূপান্তরকামী প্রবণতা (Trans-identity) এবং শরীরের বিনির্মাণ চূড়ান্ত রূপ পায়, যখন রাজা নিজে ফুল তুলতে যান ! তখন সমস্ত সামাজিক স্তরক্রম তথা বিন্যাস , রাজকীয় কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার দম্ভকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ফুলগুলো মানুষের নাগালের বাইরে আকাশে উঁচুতে উঠে যায় এবং রাজার তৈরি নিয়মের অধীনে ধরা না-দিয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র শর্ত আরোপ করে ! কেবল তাদের দুঃখিনী ঘুঁটেকুড়ানি দাসী মা , যিনি সমাজ ও রাজপ্রাসাদ থেকে নির্বাসিত এক প্রান্তিক সত্তা, তিনি এলে তবেই তারা ধরা দেবে। এই দৃশ্যটি একাধারে একটি কুইয়ার প্রকাশমূলক অভিব্যাক্তি (Queer Revelation), যেখানে প্রান্তিক সত্তার সঙ্গে কুইয়ার সত্তার আশ্চর্য একাত্মতা ঘটে এবং তারা প্রমাণ করে যে, স্বৈরাচারী রাজশক্তি বা সামাজিক অনুশাসন দিয়ে এই পরিবর্তনশীল অস্তিত্বকে বেঁধে রাখা অসম্ভব। তারা সমাজ-নির্ধারিত জবরদস্তিমূলক প্রথাবদ্ধ পরিচয়কে সাময়িকভাবে বিসর্জন দিয়ে প্রকৃতির আবরণে লুকিয়ে থাকে, আর কেবল ঠিক তখনই পুনরায় রক্তমাংসের মানব শিশুতে ফিরে আসে, যখন তাদের কাঙ্ক্ষিত নিরাপদ পরিবেশ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের শর্ত পূরণ হয়, যা কুইয়ার স্টাডিজের ভাষায় মানবদেহের চিরন্তন স্থিতিশীলতা ও অপরিবর্তনশীলতাকে তীব্রভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে প্রতিষ্ঠা করে যে, লিঙ্গ ও পরিচয় আসলে কোনও স্থির বিষয় নয়, বরং তা অত্যন্ত ফ্লুইড ও গতিশীল। সুতরাং, মূলধারার হিংস্র নিষ্পেষণ, জেন্ডার পলিটিক্স ও রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচতে এই আট ভাই-বোনের চম্পা-পারুল গাছ হয়ে ওঠার যে আত্মরক্ষামূলক যাত্রা এবং পরবর্তী সময়ে সমস্ত ক্ষমতার উৎসকে অচল করে দিয়ে পূর্ণ মর্যাদায় নিজেদের সত্য পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ, তা আসলে চিরাচরিত লিঙ্গ-বিভাজন ও পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর বাইরে গিয়ে এক বিকল্প 'কুইয়ার আইডেন্টিটি' বা অল্টারনেটিভ অস্তিত্ব উদ্‌যাপনের অনবদ্য, গভীর এবং বিশিষ্ট একাডেমিক দৃষ্টান্ত।

Bibliography:

১। গঙ্গোপাধ্যায়, আশা। বাংলা শিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০–১৯৪০)। ডি. এম. লাইব্রেরি, ১৯৪৮।
২। মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র। ঠাকুরমার ঝুলি। ভট্টাচার্য অ্যান্ড সন্স, ১৯০৭।
৩। সেন, নবেন্দু। বাংলার শিশু সাহিত্য: তথ্য, তত্ত্ব, রূপ ও বিশ্লেষণ। পুথিপত্র, ২০০০।

লেখক পরিচিতি

ড. রজত বিশ্বাস

বর্ধমান এম ইউ সি উইমেন্স কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সহকারী অধ্যাপক এবং বর্তমানে বিভাগীয় প্রধান। জেন্ডার, সাহিত্যতত্ত্ব, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, প্রায়োগিক কলা বিদ্যাচর্চা (Performance Studies), সাহিত্যের সঙ্গে মানসিক সুসাস্থ্য (Mental Wellbeing) এবং আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক, ফলিত মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় চর্চা ও গবেষণায় উৎসাহী। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে এম ফিল এবং মানবী বিদ্যাচর্চাকেন্দ্র থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জনের সময় দুটি ক্ষেত্রেই তাঁর গবেষণার ভরকেন্দ্রে ছিল জেন্ডার ও যৌনসত্তার প্রসঙ্গ। আবৃত্তিকার তথা বাচিক শিল্পী হিসেবেও তাঁর বিশেষ পরিচিতি আছে এবং দীর্ঘদিন ধরে কবিতা ও আবৃত্তি-শিল্পকে থেরাপির কাজে ব্যবহার করার বিষয়ে সনিষ্ঠ গবেষণায় নিবিষ্ট তিনি। নানা পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ, ছোটোগল্প, কবিতা লিখেছেন।

CC BY NC